পিরোজপুর ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কর্মী সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটার সময় সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে বলিয়ারপুর হাট প্রাঙ্গণে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মী সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান ছাতুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল হাসান

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ

কর্মী সম্মেলনে সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান বিট্টুর সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন ।

এছাড়া আরোও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, বিএনপি নেতা সৌরভ হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা অ্যাডভোকেট মাহমুদুল হাসান মিলন, আমঝুপি ইউপি সদস্য হাফিজুর রহমান হাফিজ, পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মিন্টু, আবুল খয়ের, সিরাজ মল্লিক, আবুল হোসেন, রাজু মিয়া, মুন্তাজ আলী, সদর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক নাজির আহমেদ সহ পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর ইউনিয়নের বিএনপি’র কর্মী সম্মেলনে ৮ নং ওয়ার্ডের সভাপতি রাজু মিয়া রাজা, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, ৯নং ওয়ার্ডের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ডাবলু নির্বাচিত হন।

মেহেরপুরে গণপূর্ত বিভাগের কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচি

নবম পে-স্কেল ঘোষণা এবং ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেহেরপুরে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন গণপূর্ত বিভাগের কর্মচারীরা।

মঙ্গলবার (৬ মে) সকাল ১০টায় বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি দাবি আদায় ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, “বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রেক্ষাপটে সরকারি কর্মচারীদের জীবনযাত্রা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই অবিলম্বে বৈষম্যহীন নবম পে-স্কেল ঘোষণা এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য ৫০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা প্রদান জরুরি।”

তারা আরও দাবি জানান, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পুনর্বহাল, সচিবালয়ের অনুরূপ পদ-পদবি ও এক ও অভিন্ন নিয়োগবিধি বাস্তবায়ন, এবং রেশনিং ব্যবস্থা চালুর।

বক্তারা বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে আমাদের যৌক্তিক দাবি উপেক্ষিত হয়ে আসছে। আমরা চাই, সরকার দ্রুত এসব দাবি মেনে নিক। অন্যথায় আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।”

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিয়ে হতাশার সূর কমিটির সদস্যর

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন ক্রীড়াবিদ ও জেলা ক্রীয়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্য এ এস লিটন।

আজ মঙ্গলবার তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, ‍“মেহেরপুরে

একটি বিশাল সংস্থা রয়েছে! যেটির নাম মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা! মেহেরপুর জেলার সব ধরনের খেলাধুলার নিয়ন্ত্রক এই জেলাক্রিড়া সংস্থাটি! যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে-সেই বলয়ের মানুষগুলি দ্বারাই এটি পরিচালিত হয়।

বিগত দিনে আমরা এমনটিই দেখে এসেছি! জেলা ক্রীড়া সংস্থাটির কার্যক্রম নিয়ে জেলার সাধারণ মানুষের কখনো কোনো মাথাব্যথা দেখেনি! কিছু মানুষের মাথাব্যথা দেখা দিলেও ক্ষমতাবানদের দাপটে চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছে! মেহেরপুরের ক্রীড়ঙ্গনের বিভিন্ন মানুষ ও খেলায়াড় গণ বারবার মুখ খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে!

একটি বৃহৎ অপশক্তি এটিকে ভোগ দখল করেছে বারবার। ভিতর ও অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো রয়েছিল সব সময় ধোঁয়াশা স্বেচ্ছাচারিতায় ভরপুর।

বর্তমান সময়টা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে চলছে এমনটি আমাদের বাহ্যিক চোখে দৃশ্যমান। আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থার অযোগ্য একজন অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সদস্য।

এই নিরপেক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ভেবেছিলাম মেহেরপুরে ক্রীড়াঙ্গনকে মন্থর গতি থেকে বের করে নিয়ে আসা যায় কিনা। হয়তো সে আসার গুড়ে বালি হতে চলেছে। সেই আগেকার মতই এখনো কোন এক অদৃশ্য শক্তি দ্বরাই পরিচালিত হচ্ছে এই সংস্থাটি। এই সংস্থাটির মধ্যে কি আছে জানিনা -ভিতরে বাহিরে এটিকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলে সবসময়। এ বছরে এই সংস্থাটির মাধ্যমে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ দিয়ে কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন দুর্নীতির অজুহাতে বিলম্বিত ও না হওয়ার উপক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে! এ বিষয়টা নিয়ে আমরা অত্যন্ত -মর্মাহত দুঃখিত-ও ব্যথিত। তবে যে কয়দিন আছি চেষ্টা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে- এখনো পুরোপুরি হতাশ নয়!

নিভু নিভু আলো উজ্জ্বলতা ফিরে পায় কিনা আর কয়দিন দেখি। আলো

নিভার আগেই সরে আসব ইনশাআল্লাহ।”

মেহেরপুরে ভোক্তার অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে দুটি রেস্টুরেন্ট ও এক ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ সোমবার দুপুরে শহরের রেস্টুরেন্টে অভিযান পরিচালনা করে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মেহেরপুর শহরের সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে অনুমোদন বিহীন ফ্লেভার রাখার দায়ে ৫ হাজার টাকা, শর্মা ফুড প্লাজায় অনিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণ ও কুপন প্রতারণার কারনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং বিক্রমপুর ট্রেডার্স নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনিবন্ধিত বিভিন্ন পণ্য বিক্রির দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামসহ পুলিশের একটি টিম।

অভিযানে প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিককে নিরাপদ আবার তৈরীর বিষয়ে আরো সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও বাজার সমিতির নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয় অভিযান দলটি।

মেহেরপুরে বিচার বিভাগীয়

কর্মচারীদের কর্মবিরতি

স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং ন্যায্য পে-স্কেল নিশ্চিতকরণসহ একাধিক দাবিতে সারাদেশের মতো মেহেরপুরেও দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা।

সোমবার (৫ মে) সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

কর্মবিরতি চলাকালে বক্তারা বলেন, ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর ‘মাসদার হোসেন’ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হলেও আজও বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি।

তাদের অভিযোগ, শুধুমাত্র বিচারকদের জন্য পৃথক পে-স্কেল, বিচারিক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলেও সহায়ক কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এছাড়াও, পদোন্নতির সুযোগ সীমিত হওয়ায় অনেকেই দীর্ঘদিন একই পদে থেকে অবসরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

তারা আরও বলেন, বর্তমানে জেলা ও দায়রা জজ (১ম গ্রেড) জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার বিচারিক কর্মকর্তা হলেও অধস্তন কর্মচারীদের বেশিরভাগই ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি করছেন। অন্যান্য দপ্তরের তুলনায় তাদের পদোন্নতির সুযোগ কম এবং ব্লক পদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মজীবনে উন্নতির সুযোগ মেলে না।

কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও চীফ জুডিশিয়াল স্টেনোগ্রাফার শেখ মোহাম্মদ আহসানুল হক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, জাকির হোসেন, সফিকুল ইসলাম (প্রধান তুলনাকারক, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত), অফিস সহায়ক বেদেনা বাবলী, প্রধান তুলনাকারী সহকারী আমিনুল ইসলাম এবং আব্দুল মুত্তালিবসহ

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে গ্লোবাল অ্যাকশন উইক উদযাপন

গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে রবিবার সকাল ১০টায় আমঝুপির মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে।

মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (শিক্ষা ও কল্যাণ শাখা) শেখ তৌহিদুল কবীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. মনরুল ইসলাম এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. ফারুক উদ্দিন।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি ইসমাইল হোসেন, হাজী আজগর আলী মাস্টার, সমাজসেবক আব্দুর রহমান এবং ইউপি সদস্য জেসমিন আরা। কী-নোট পেপার পাঠ করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছা. কাজল রেখা।

আলোচনায় বিদ্যালয় সংকটকালে শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে জীবনব্যাপী শিক্ষার বার্তা জোরদারকরণ, বিদ্যালয়ের সুরক্ষায় শিক্ষকদের সহায়তা ও অ্যাডভোকেসি করা এবং শিক্ষা খাতে সরাসরি শিক্ষার্থীদের শেখার কাজে অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সভা শুরুর আগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহম্মদ।

মেহেরপুরে তারেক রহমানের ৩১ দফা সংস্কার বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে মেহেরপুর জেলা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা জাসাসের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার রাত আটটার সময় মেহেরপুর শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় মতবিনিময় সভায় মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)-এর আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান অশেষের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন’ জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব জাকির হোসেন রোকন।

মেহেরপুর জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকাবিল্লাহ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা সভাপতি রবিউল ইসলাম ফারুক, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি জুলফিকার খান হেলাল, গাংনী পৌর সভাপতি সৌরভ হোসেন, মেহেরপুর পৌর জাসাসের সভাপতি তৌফিকুর রহমান রানা, সাধারণ সম্পাদক মুকিদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোকছেদ আলীসহ জাসাসের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা তারেক রহমানের সংস্কারমূলক উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মেহেরপুরে কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের দুই বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত

“জীবন বাঁচাই রক্ত দিয়ে, মানবতা যাক এগিয়ে” এই স্লোগানে মেহেরপুরের কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের দুই বছর পূর্তি উৎসব-২০২৫

উদযাপন করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোহাম্মদ বাসারুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আর এম টি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোহাম্মদ নাসিব আহমেদ। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন মফিজুল ইসলাম ও মোছাম্মদ ফারজানা দীপা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের জেলা কমিটি গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের নিয়ে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। গাংনীর ধানসিঁড়ি রিসোর্ট অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ কমিটি গঠন করা হয়।

মুজিবনগর সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেনকে কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান ও নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন জেলা তথ্য অফিসার

আব্দুল্লাহ আল মামুন।

এছাড়াও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ সাইফুল ইসলাম ও জি এম জাহাঙ্গীর আলম, কোষাধ্যক্ষ পদে নুরুজ্জামান আল নাহিয়ান, সাংগঠনিক সম্পাদক (গাংনী) মোঃ হোসেন আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক (মুজিবনগর) মোঃ হাসনাইন জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক (সদর) মোঃ কাজী আবুল মনসুর, দপ্তর সম্পাদক মোঃ আনিছুর রহমান, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক মোঃ আশরাফুল ইসলাম, ধর্ম ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক – মোঃ আহাদ আলী, ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, নারী বিষয়ক সম্পাদক সানজিদা ফেরদৌস, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ বজলুল হুদাকে নির্বাচিত করা হয়।

কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ আইয়ুব হোসেন রানা, মোঃ ওয়ালী উল্লাহ, মোঃ জুলফিকার আলী, মোঃ মাহমুদ হোসেন ও কুমকুম হাবিব।

মেহেরপুর জেলার ছেলের সেরা অর্জন, প্রধান উপদেষ্টার কাছে পেলেন পুরস্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের কৃতি সন্তান সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত আবারও বাংলাদেশের সেরা সাংবাদিক নির্বাচিত হয়েছেন।

মহান মে দিবসে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর কাছ থেকে সেরা পুরস্কার অর্জন করলেন তিনি।

শ্রম অধিকার নিয়ে প্রতিবেদন লিখে সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন। ইয়াসির আরাফাত রিপন জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে কর্মরত।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত

এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার এই কৃতি সাংবাদিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

‘মহান মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৫’ উদযাপন উপলক্ষে এই পুরস্কার দেওয়ার উদ্যোগ নেয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

দেশে পোশাক কারখানার পরিবেশ নিয়ে প্রতিবেদন করে পুরস্কার পেয়েছেন ইয়াসির আরাফাত রিপন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম শাখাওয়াত হোসেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান।

মেহেরপুর জেলার সন্তান ও জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ইয়াসির আরাফাত রিপন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অর্থনৈতিক বিটে কাজ করছেন। সাংগঠনিকভাবে তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ), ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) স্থায়ী সদস্য।

শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত ছবি তুলে সেরা চিত্রগ্রাহকের পুরস্কার পেয়েছেন জাগো নিউজের নিজস্ব ফটো সাংবাদিক মাহবুব আলম। ওয়াসার ড্রেন পরিষ্কার করার শ্রমিকদের ছবি তুলে পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।